আজকের কাগজ

তারিখ ... 24 SEP 1995 ..
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ২ .....

36

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : ইস্যু করা হয়েছে অসংখ্য জাল সার্টিফিকেট ও মার্কসিট

ইয়াসিন হীরা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যু করা জাল সার্টিফিকেট, মার্কসিট দাখিল করে সারাদেশে হাজার হাজার লোক সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। শুধুমাত্র এ বছরই শতাধিক জাল সার্টিফিকেট মার্কসিট যাচাইকালে ধরা পড়েছে। জাল সার্টিফিকেট ও মার্কসিটগুলো সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জিএমএ লতিফ খানের ইস্যু করা। জাল সার্টিফিকেট, মার্কসিট ও খাতা কেলেংকারির ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট জিএমএস লতিফ খান, অফিস সহকারী নাসির উদ্দিনসহ ৬ জনকে ইতিমধ্যে চাকরিচ্যুত করে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ফাইল পাঠায়নি।

সূত্র জানায়, দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যলয়ে এ জাল সার্টিফিকেট, মার্কসিট ও খাতা পরিবর্তনের মতো ঘটনা রমরমাভাবে চলছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও দফতরের কর্মকর্তা কর্মচারি ছাড়াও কতিপয় অসাধু শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনে ক্যাডার একাজে সরাসরি জড়িত। এ ব্যবসা করে তারা এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। চাকরিচ্যুত দুর্নীতিবাজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক লতিফ খান শুধু জাল সার্টিফিকেট, মার্কসিট ইস্যু করেই ক্ষান্ত হয়নি। অকৃতকার্য জনৈক শাহীন সুলতানা (ফেনী কলেজ রোল - ৬৭৪৬) কে গেজেট বিজ্ঞপ্তি (মেমো নম্বর ১৮৭৭-৮৮১ তারিখ ২৩/২/৯৩)'র মাধ্যমে ৩য় বিভাগে পাস করিয়ে দেন। সে ১৯৯২ সালের বিএ পরীক্ষার্থী এবং ৮টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলো। শুধু মাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম ও তৃতীয় পত্রে সে পাস করেছিলো। মূল সনদপত্র নিতে গেলে বিষয়টি ধরা পড়ে। আরো দেখা গেছে ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষের চাঁদপুর সরকারি কলেজ থেকে মোহাম্মদ খোরশেদ আলম পাটোয়ারী (রোল-৮৮২) এবং খোরশেদ আলম (রোল-১১২৫) বিকম পরীক্ষায় অংশ নেয়। ফলাফলে দেখা যায় প্রথম ব্যক্তি অকৃতকার্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ৩য় বিভাগে পাস করেছে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সার্টিফিকেট নিয়ে বর্তমানে সোনালী ব্যাংকে চাকরি করছে। গত ৫/৭/৯৫ সোনালী ব্যাংকের সহকারি মহাব্যবস্থাপক স্মারক নং জি এম ও/সিডি/পিডি/৩২৯২ মূলে বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) আহমেদুল হক চৌধুরীর বরাবরে উক্ত ব্যক্তির সার্টিফিকেট যাচাইয়ের জন্যে পাঠালে এ বিষয়টি ধরা পড়ে। এ ধরনের অসংখ্য জাল সার্টিফিকেট মার্কসিট নিয়ে সারাদেশে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ, বিকম, বিএসএস (পাস) ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। জাল সাবসিডিয়ারি মার্কসিট দাখিল করে অনেকে এমএ, এমকম, এমএসএস, এমএসসি ক্লাসে বর্তমানে অধ্যয়নরত অনেকে পাস করে বেরিয়ে গেছে। এমনকি অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষাই অংশ না নিয়েই বা ব্যবহারিক মৌখিক ও টারমিনাল পরীক্ষায় ফেল করেও দিব্যি কৃতকার্য হয়েছে বলে বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টিতে এসেছে। এ প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত, আহমেদুল হক চৌধুরী জানান, মূল সার্টিফিকেট নেয়ার জন্যে যে ফরম ও শর্ত রয়েছে আবেদনকারিরা। তা পূরণে, ব্যর্থ হওয়াতে এ সব জাল সার্টিফিকেটের ঘটনা ধরা পড়েছে এবং পড়ছে।